মায়ের কথা

(ভাইজীর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলন)

ভাইজী

গ্রন্থ-সত্ব

স্বীকৃতিসহ এই গ্রন্থের যে কোন অংশ প্রকাশিত, উদ্ধৃত বা যে কোন ভাষায় অনুবাদ করিবার অধিকার সকলেরই থাকিবে।

প্রথম সংস্করণ

অক্ষয় তৃতীয়া
১০ই বৈশাখ, ১৩৯২
(২৩শে এপ্রিল, ১৯৮৫)

দ্বিতীয় সংস্করণ

অক্ষয় তৃতীয়া
১৩ই বৈশাখ, ১৩৯৪
(১লা মে, ১৯৮৭)

প্রকাশক
পাবলিকেশনস্ ডিভিসন
শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি
"মাতৃ-মন্দির"
৫৭/১, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলিকাতা-৭০০০১৯

মুদ্রক
দি ইউরেকা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৭৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

মূল্য : ষাইশ টাকা

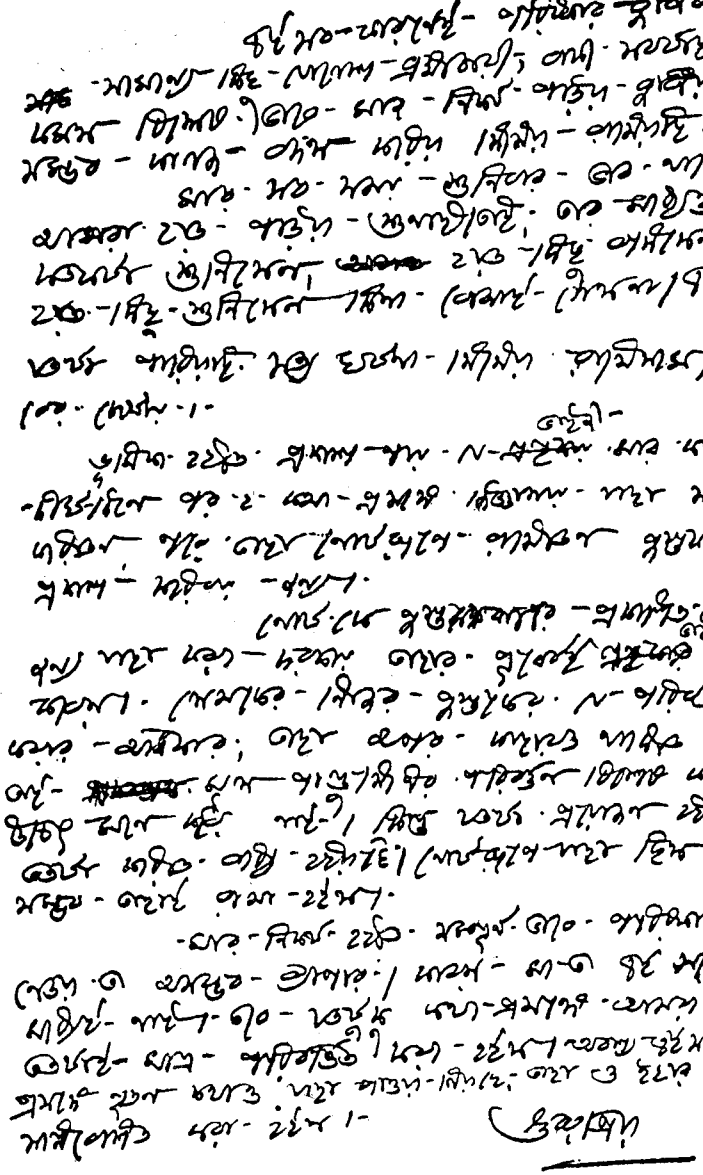

(গুরুপ্রিয়া দেবীর স্ব-হস্তে লিখিত নিবেদনের ফটো কপি)

ভূমিকা

প্রথম সংস্করণ

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ হইতে বিভিন্ন সময়ে পর পর প্রশ্নের উত্তরাদি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত মাত্র।

মায়ের কোন প্রকার খেলায় বা বাক্যে এ পর্যন্ত তাঁহার পূর্বজন্ম সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত কেহ কখনও শোনে নাই। তিনি তদ্বিষয়ে একেবারে নীরব। গ্রন্থকারের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় প্রারব্ধ ভোগের জন্য এই শরীর আসে নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। তবে মায়ের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে যদি কাহারও কোনরূপ ধারণা বই পড়িয়া হয়, তবে তাহা লেখকের ভাষার ত্রুটীর দরুন। যে সকল যোগজ, মন্ত্রজ, সাধনজ পূর্ণতা ঐ শরীর আশ্রয় করিয়া অতি স্বাভাবিক ভাবে খেলিয়াছে তাহা মনে হয় শুধু আমাদের জন্যই। যদি কেহ এক লক্ষ্যে কাজ করিয়া যায় তবে হয়ত স্বাভাবিক ভাবে ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে ঐ সকল ফুটিয়া উঠিবার আশা এবং বাস্তবিকই মানুষেই তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে। মায়ের ঐ সকল ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহা আমরা ধরিয়া নিতে পারি কি ?

—গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণ

ভাইজীর 'মায়ের কথা'র প্রথম সংস্করণ বাহির হইবার অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই সমস্ত পুস্তক বিক্রয় হইয়া যায়। দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য বহু তাগিদ পাইতে থাকি, কিন্তু প্রয়োজনানুসারে মাতৃভক্তদের ইচ্ছাপূরণ করিতে পারি নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩টি ছবি সহ প্রকাশিত হইল।

—প্রকাশক

ভাইজী (৺জ্যোতিষ চন্দ্র রায়)
(১৮৮০-১৯৩৭)

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের যে ভক্তগণ প্রথম প্রথম মাকে দেবীরূপে জানিয়াছিলেন, উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় আই, এস, ও তাঁহাদের অন্যতম। তিনি মায়ের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন তাঁহার নিত্য ধ্যেয়া জগদ্ধাত্রী দেবীকে। তাঁহার পরম সৌভাগ্য এই যে, মা তাঁহাকে ধর্মপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই হেতু তিনি সর্বজন মান্য ভাইজী—

ভাইজীর পূর্বাশ্রমের নাম ৺জ্যোতিষ চন্দ্র রায়; পিতার নাম ৺গোবিন্দ চন্দ্র রায়। ইনি ঋষিকল্প লোক ছিলেন। ১৮৮০ অব্দে ২রা শ্রাবণ, শুক্রবার শুক্লা দশমীতে ভাইজীর জন্ম। চট্টগ্রামের বিশেষ সম্ভ্রান্ত বৈদ্য বংশে ভাইজীর জন্ম ও শিক্ষালাভ। তাঁহার জীবনলীলাও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ছিল সহজ, সুন্দর ও পবিত্র। তাঁহার জীবন সায়াহ্নে মা তাঁহাকে মানস সরোবরের তীরে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন মৌনানন্দ পর্বত।

কৈলাস মানস সরোবর হইতে ফিরিবার কালে তিনি ১৯৩৭ অব্দে ২রা ভাদ্র ঝুলন দ্বাদশী তিথিতে আলমোড়ায় নরলীলা সংবরণ করেন।

ভাইজীর তিরোধানের অব্যবহিত পরে বাবা ভোলানাথ ৮/৯/৩৭ তারিখে গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত মহাশয়কে যে দীর্ঘ পত্র দিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

"শেষ সময় পর্যন্ত জ্যোতিষের সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। মৃত্যুর একটু পূর্বে আমাকে বলিল, বাবা, দেখলেন তো, এই সংসারে কেহ কারো নয়। একমাত্র শ্রীশ্রীমাই সত্য। তারপর 'মা' 'মা' বলিয়া প্রণব উচ্চারণ করিল। হরিরামকে ডাকিয়া বলিল,—শোন! We are all one. মা আমি এক বাবা আমি এক। তারপর তোমার মার দিকে চাহিয়া 'মা' 'মা' ডাকিতে ডাকিতে ধীরে লীলা সাঙ্গ করিল।"

প্রকাশকের কথা

ভাইজী (৺জ্যোতিষ চন্দ্র রায়) অজস্র ধারায় মাতৃ কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। মা অকুণ্ঠভাবে তাঁহাকে দিয়াছিলেন একান্তে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। সেই সুবর্ণসুযোগে ভাইজী মাকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন এবং মায়ের উত্তর তাঁহার দিনপঞ্জীতে লিখিয়া রাখিতেন। মাতৃবাণী ও মাতৃলীলা কাহিনীর রত্নাকর সেই দিনপঞ্জী।

"মাতৃদর্শনের" দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (১/৬/১৯৪৮) মাতৃভক্ত ৺গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন — "·····ভাইজীর স্বহস্ত লিখিত আর একটি বড় বই আছে যাহাতে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ হইকে শুনিয়া তাঁহার জীবনের অনেক কাহিনী প্রায় মায়ের কথাতেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনেকগুলি প্রসঙ্গ ঐ গ্রন্থ হইতে অতি সংক্ষিপ্ত-ভাবে গ্রহণ করিয়া ভাইজী তাঁহার 'মাতৃ দর্শনে' নিবিষ্ট করিয়াছেন।"

শ্রীশ্রীমা ও পিতাজীর সঙ্গে কৈলাস যাত্রার পূর্বে ভাইজী সম্পূর্ণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের হস্তে দিয়া যান এবং অনুরোধ করেন যাহাতে উহার যথাযথ সম্পাদনা করিয়া শীঘ্র মুদ্রিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৈলাস হইতে ফিরিবার পথে তিনি ১৯৩৭ অব্দে ২রা ভাদ্র ঝুলন দ্বাদশীতে আলমোড়ায় দেহত্যাগ করেন। ভাইজীর তিরোধানের অল্প দিনের মধ্যেই গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত মহাশয় কর্তৃক 'মাতৃদর্শন' প্রকাশিত হয়।

ভাইজীর পাণ্ডুলিপির অবশিষ্টাংশ অসম্পাদিত অবস্থায় গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকটে ছিল। অল্পকাল পরেই তাঁহার নিকট হইতে গুরুপ্রিয়াদিদি উহা লইয়া যান। যতদূর জানা যায় ঐ পাণ্ডুলিপি দিদির নিকট যত্ন সহকারে গোপনে রক্ষিত ছিল। মায়ের তিরোধানের পর উহা আবিষ্কৃত হয়। তখন স্বামী পরমানন্দজী মহারাজ তাঁহার অসুস্থ অবস্থায়ও ঐ পাণ্ডুলিপি সত্বর প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন ও নির্দেশ দেন এবং উহার ফটো কপি প্রস্তুত করাইয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেন। গুরুপ্রিয়া-দিদির স্বহস্ত লিখিত নিবেদন হইতে জানা যায় যে ভাইজীর উক্ত পাণ্ডুলিপিটি মাকে পড়িয়া শোনান হইয়াছিল। শুনিতে শুনিতে

কোনও কোনও সময় মায়ের তাৎকালিক খেয়ালে যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল তাহাও ইহাতে যথাস্থানে সংযোজিত আছে। গুরুপ্রিয়াদিদি নিবেদনে আরো লিখিয়াছেন যে "……পরিষ্কার বুঝিবার জন্য সামান্য কিছু যোগেশ ব্রহ্মচারী বাকি সবটাই আমি ও কমল বিশেষভাবে মা'র নিকট পড়িয়া বুঝিয়া যতটা সম্ভব কাগজ বদল করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছি।……এই ভাবে যতটা পারিয়াছি সত্য ঘটনা লিখিয়া রাখিলাম। ১৬ বছরের চেষ্টায়।……"

বর্তমান গ্রন্থে বর্ণাশুদ্ধি-সংশোধন ইত্যাদি সামান্য বিষয় ব্যতীত সম্পাদনার বিশেষ কোন প্রয়াস হয় নাই।

ভাইজীর তিরোধানের পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পর্যন্ত কেন এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় নাই তাহা রহস্যাবৃত। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপির বহুলাংশ "স্বক্রিয়-স্বরসামৃত" নামক বাংলা গ্রন্থে হুবহু প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রী মায়ের দেহরক্ষার পর ঐ বাংলা গ্রন্থের প্রকাশক ব্রঃ শ্রীবিরজানন্দ মহারাজ Berne Convention অনুযায়ী নিজে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত করিয়া লইয়াছেন।

মাতৃলীলা-কথা যতই প্রকাশিত হয় ততই জীবের কল্যাণ। সেই উদ্দেশ্যেই ভাইজী মাতৃমুখ নিঃসৃত এই লীলা কাহিনী সকলের জন্য সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সার্বজনীন মাতৃবাণী-গঙ্গায় পুণ্য স্নানের প্রয়োজন ও অধিকার সকলেরই আছে। ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক স্বার্থ ভিন্ন ইহাতে কাহারও কোন ব্যক্তিগত স্বত্ব থাকিতে পারে বলিয়া আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

গুরুপ্রিয়া দেবীর স্বহস্ত লিখিত নিবেদনের ফটোকপি এই গ্রন্থে দেওয়া হইল।

অনেক অবিশ্বাস্য বাধাবিঘ্ন ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া আমরা যে এই বহুবাঞ্ছিত গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়া মাতৃভক্তগণের হস্তে দিতে পারিলাম তজ্জন্য নিজেদের ধন্য মনে করি।

অক্ষয় তৃতীয়া
১০ই বৈশাখ, ১৩৯২

প্রকাশক

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ১—২২

পূর্ব বিবরণ—বাল্যলীলা—তিন ভাইয়ের জন্ম ও মৃত্যু—ভগিনী সুরবালা—পিতামাতার দীক্ষা—আদেশ পালন—বিদ্যালয়ে মা

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৩—৪৫

বিবাহ—ভাসুরের সংসারে মা—বিদ্যাকূটে—ভোলানাথের কর্মস্থল অষ্টগ্রামে—হরকুমারের ভবিষ্যৎ বাণী—দেবালয়ে একাত্মভাব—ভাবানুযায়ী ক্রিয়াদির পরিবর্তন—দৈব ঔষধ—ঘর বাড়ীর পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা—তুলসীতলায় কীর্তনে মা—গগন সাধুর কীর্তনে—কীর্তনে গৌর নিতাই—ভাগবত শ্রবণে জ্যোতির প্রকাশ—হরিনামে স্বতঃস্ফূর্ত আসনাদি

তৃতীয় অধ্যায় ৪৬—৬৬

অষ্টগ্রাম হইতে বিদ্যাকূটে—সত্য ঘটনার প্রকাশ—এক বিবাহ উপলক্ষ্যে—বিগ্রহ-স্পর্শ লীলা—ধর্মনিষ্ঠদের সহিত যোগসূত্র—কসবা-কালী দর্শন—ডাকপিয়ন হরিশ—বিদ্যাকূট হইতে আট-পাড়ায়—প্রতিবেশীগণের সেবা—বাজিতপুরে মা—তুলসীমালা পরিবার উপদেশ—ভূদেববাবুর বাসায় কীর্তনে মা—বাজিতপুরে কালীপূজা—কাজের খেয়াল ও তাহার উপায়—ভোলানাথের কুকুর পোষা—পিতা ও ভোলানাথের রোগারোগ্য

চতুর্থ অধ্যায় ৬৭—১০৮

এক সাধুর পরিবর্তন—আশুর উপনয়ন ও ভোলানাথের মানসিক কালীপূজা—চরকায় সূতাকাটা—বাজিতপুরে উষাদিদি ও জানকী-

বাবু—ঢাকাতে দুই বোনের বিবাহ—সাধু শিবানন্দ—হরিনামে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ—দীক্ষার খেলায় মা—পরিচয় দান—সাধনার খেলায় মা—ষট চক্রের গ্রন্থি-চক্রাদি—জীবন্ত দেবদেবীর প্রকাশ—প্রতিবেশীদের উপদেশ—সাধনার খেলায় একটি কুকুর—সংসার আশ্রমে পতি-সেবা—ভয়ের স্বরূপ—ভ্রুমধ্যে জ্যোতির্ময় বাণলিঙ্গ শিব—সাধনার খেলায় স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া ও প্রকাশ—পূজা পাঠ জপ বিষয়ে মা—আরব দেশীয় মহাপুরুষ—ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না—মহাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি—প্রণামে প্রতিক্রিয়া—ক্ষেত্রপালের ওঝাগিরি—কয়েকটি ঘটনা

পঞ্চম অধ্যায় ১০৯—১২৮

ভোলানাথের দীক্ষা—সাধনার খেলার বিভিন্ন দিক—মায়ের নামে শিবপূজা—কুণ্ডলী দিয়া কথা বলার সূত্রপাত—ভোলানাথের অসুস্থতা—উষাদির 'মাতৃ' সম্ভাষণ—বিদ্রূপের পরিণাম—অসীমের আভাসে সীমার বন্ধন ক্ষয়—বিদ্যাকুটে মা

ষষ্ঠ অধ্যায় ১২৯—১৫৭

ভোলানাথের সাহবাগে বদলী—সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীতে সাতদিন—আহারের পরিবর্তন—কুশারী মহাশয়ের সহিত কৌতুক লীলা—সাধকের কর্তব্য—খেলার সাথী সুরবালা—মূর্তিদর্শন ও তত্ত্ব—সাধকের শ্রেণী বিভাগ—হরিনামে মা—কীর্তনের সপ্তভূমি—সর্বরূপে অরূপে স্বরূপেরই প্রকাশ—দীক্ষাদানের যোগ্যতা—সাধকের বিভিন্ন দিক—মায়া ও জ্ঞান—সংসারে আদেশ পালন—ভোলানাথের আদেশ নির্বিচারে পালন—গৃহকর্মে ভাবাবেশ

সপ্তম অধ্যায় ১৫৮—১৭৭

দর্শনার্থীর আগমন—ভোলানাথের উৎকণ্ঠা—এক সত্ত্বা লাভ—অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত পালন—রমনা কালীবাড়ীতে—সাহবাগে মা—অতিথিরূপে—লক্ষ্মীপূজা—ফলাহারের খেয়াল—দীপান্বিতা পূজা—

দিদিমার সহিত অন্নাহার—প্রমথবাবুর মৌনব্রত—অস্থি ভোজন—সমাধিস্থ সন্ন্যাসীদের ইঙ্গিতে রমনা আশ্রম—পরীক্ষা নেওয়ার বিপদ—বিভূতি—জ্যোতিষের সহিত ভগবৎ সূত্রে যোগাযোগ—অমাবস্যার ভোগের সূত্রপাত

অষ্টম অধ্যায় ১৭৮—১৯৫

খুকুনীর মাতৃদর্শন—ভোলানাথের কথায় নানাস্থানে যাওয়া—শশাঙ্ক বাবুর মাতৃপূজা—সূর্যগ্রহণে প্রকাশ্য কীর্তন—দৃষ্টিতে সুরবালার পরিবর্তন—স্ব-হস্তে অন্নগ্রহণে অক্ষমতা—একটি বালিকার রোগা-রোগ্য—আশ্রমে পূর্ণিমার ভোগ—বাসন্তী পূজা ও লাবণ্যের ভাবাবেশ—প্রণামে শরীরে প্রতিক্রিয়া—কাঙ্গালী ভোজন—চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম

নবম অধ্যায় ২১৬—২২৭

সাধকের পথে বাধাবিঘ্ন—কীর্তনে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ—অন্নগ্রহণ লীলা—সাহবাগে কালীপূজা—যজ্ঞাগ্নি রক্ষার ব্যবস্থা—বীরেনের কালী পূজা—যজ্ঞাগ্নি কুণ্ডে স্থাপন—শশাঙ্কবাবুর বাড়ীতে দুর্গা পূজায়—নির্মলবাবুর বাসায় মায়ের সূক্ষ্মে গমন—কমলাকান্তের মাতৃদর্শন—জ্যোতিষের অসুস্থতা—রোগমূর্তি—শশাঙ্কবাবুর বাড়ীতে মনসা পূজায়—পূর্ণকুম্ভে হরিদ্বারে যাইবার আয়োজন—কলিকাতায় মা—হরিদ্বারে জ্যোতিষের অসুস্থতার সংবাদ—বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে মা—প্রমথবাবুর বাড়ীতে মা—হীরালালের ফাঁড়া—মা'র আদেশ না পালনে বিপত্তি—রোগ সারানোর খেয়াল—মনুর সর্পাঘাত যোগ—এক বস্ত্রে ভ্রমণ

দশম অধ্যায় ২২৮—২৩৫

সাহবাগে বাসন্তী পূজা—জ্যোতিষ ও নিরঞ্জনের প্রার্থনা—বিন্ধ্যাচলের সাপের কথা—মরণীর ফাঁড়া—পাওলদিয়া গ্রামে মা—যোগ-বিভূতি ও স্বভাব-বিভূতি—মায়ের নিকট আসা ও যাওয়া—গিরিড়িতে মা

একাদশ অধ্যায় ২৬৩—২৫১

সাহবাগে স্বতঃস্ফূর্ত নমাজ পাঠ—সাধকের শক্তি প্রকাশ সম্বন্ধে সতর্কবাণী—ভোলানাথের মাতৃপূজা—ভোলানাথের তারাপীঠ গমন —যজ্ঞোপবীত গ্রহণ—কালীমূর্তির স্থানান্তর—আগ্রহজনিত কর্মের সুফল—আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ঢাকা ত্যাগ—হরিদ্বার, অযোদ্ধা, দেরাদুন ও কাশীতে মা—নবদ্বীপের মৌনীবাবা

দ্বাদশ অধ্যায় ২৫২—২৭১

ভোলানাথের অসুখ—রোগ সম্বন্ধে মায়ের খেয়াল—সাধনায় সাধকের শরীর—প্রতিদিন মাঠে বেড়ানো—জ্যোতিষকে যজ্ঞোপবীত দান—সিদ্ধেশ্বরীতে পাঁঠাবলি উপলক্ষ্যে—ধর্মপুত্ররূপে জ্যোতিষ— শকুনকে প্রসাদ দান—আশ্রমে পঞ্চবটী—এক যুবক সন্ন্যাসী— কালীমূর্তির অঙ্গে আঘাতে মায়ের শরীরে প্রতিক্রিয়া—ঢাকা আশ্রমের নীচে সমাধি—কীর্তনে যোগেশের সহিত মায়ের লীলা— যোগেশের ভিক্ষা বৃত্তি—বিনা জলপানে ঢাকা হইতে যাত্রা

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব বিবরণ

একদিন কথায় কথায় মার পূর্ব বিবরণের কথা উঠিলে আমার বিশেষ আগ্রহ সহকারে বার বার জিজ্ঞাসায় মা বলিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে এই শরীরের মাতুলালয়ে প্রতি বৎসর দোল ও দুর্গোৎসবাদি হইত। শরীরের মার নাকি সর্বদা ভগবানের নিকট এবং পূজার সময় শ্রীদুর্গার নিকট স্বভাবতঃ সন্তান প্রার্থনা জাগিত। তাহার পরই একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া কয়েক মাস পরেই সেই সন্তানটি গত হইলে মার সুসন্তান কামনার প্রার্থনা আরও গভীরের দিকে।

এই শরীরের পিতা অতিশয় কীর্তনপ্রিয় ছিলেন। দেশে দেশে ঘুরিয়া কীর্তনে দিন কাটাইতেন। কেহ কেহ বলিত, না জানি কাহার ঘরের এমন সোনার চাঁদ ছেলে মা বাপ পরিজনদের কাঁদাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। তিনি প্রথম জীবনে তাঁহার মাতুলালয় খেওড়া গ্রামেই অতিবাহিত করেন। তাঁহার মা তাহাকে বহুদিন যাবৎ খুঁজিয়া পান না। একমাত্র পুত্র সন্তান বলিয়া সর্বদাই কান্নাকাটি করিতেন — ছেলেটি উদাসী হইয়া কোথায় চলিয়া গেল। এমন কি শুনিয়াছি কিছু সময়ের জন্য গেরুয়া বস্ত্রও নাকি ব্যবহার করিয়াছিলেন। একদিন খবর আসিল যে তিনি কোন গ্রামে কীর্তনাদিতে দিনাতিপাত করিতেছেন। তখন অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে সেখান হইতে বাড়ী ফিরাইয়া আনা হয়। তাঁহার ভগবৎ প্রীতি এবং নামগানে অনুরাগ স্বভাবতঃই ছিল, কণ্ঠও ছিল মধুর।

এই শরীরের ঠাকুরমা অতিশয় ধর্মশীলা এবং সরল প্রকৃতির ছিলেন। এই শরীরের তোমাদের দৃষ্টিতে বিবাহ দিবার পূর্বেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহারও মন্দিরাদিতে গেলে মনে মনে ঠাকুর দেবতার নিকট পুত্রের সুসন্তান কামনা থাকিত। ইহার ভিতর তিনি একদিন প্রসিদ্ধ কসবা কালী বাড়ী যান। সেখানেও মনে মনে পৌত্র মুখদর্শন প্রার্থনা করিতে বসিয়া নাকি হঠাৎ তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল — পৌত্রী হইয়া যদি বাঁচিয়া থাকে তবে তাহার বিবাহে মা কালীকে ভালভাবে পূজা দিব। নমস্কার করিয়া উঠিতেই তাঁহার